তারিখ ..24 JUL 2016...
পৃষ্ঠা ...2... কলাম ...2...

সমকাল

শাবির প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য ছদরুদ্দিন আর নেই

■ সিলেট ব্যুরো

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবি) প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. ছদরুদ্দিন আহমদ চৌধুরী আর নেই। গতকাল শনিবার বিকেলে ঢাকার ল্যাব এইড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। দীর্ঘদিন ধরে তিনি বার্ধক্যজনিত রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। সম্প্রতি শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে ঢাকায় নেওয়া হয়। ড. ছদরুদ্দিন আহমদের মেয়ের জামাই মইনুদ্দিন আহমদ জালাল সমকালকে জানান, গতকাল রাতে মরদেহ নিয়ে ঢাকা থেকে সিলেটের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন স্বজনরা। আজ শাবি ক্যাম্পাসে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হবে সকাল ১০টায়। দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হবে হজরত শাহজালালের (র.) দরগায় বেলা ১১টায়। পরে লাশ নিয়ে যাওয়া হবে গোলাপগঞ্জ উপজেলার নিজ গ্রাম ফুলবাড়ীতে। সেখানে তৃতীয় জানাজা শেষে লাশ দাফন

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

শাবির প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

করা হবে। তার মৃত্যুতে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে।

ড. ছদরুদ্দিন আহমদ শিক্ষাবিদ, পদার্থবিজ্ঞানী, ভাষাসংগ্রামী, গবেষক, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, দক্ষ প্রশাসক ও পরিবেশ আন্দোলনের সংগঠক ছিলেন। শাবির প্রতিষ্ঠাকালীন উপাচার্যের দায়িত্ব পালন ছাড়াও তিনি তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তার বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি নাসেহা চৌধুরী, অধ্যাপক ড. নাজিয়া চৌধুরী ও নাইমা চৌধুরী নামে তিন কন্যার জনক। মেজো মেয়ে শাবির পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ড. নাজিয়া চৌধুরী বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইফ সায়েন্স অনুষদের ডিন।

সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার ফুলবাড়ী গ্রামে ১৯৩১ সালের ১ জানুয়ারি ছদরুদ্দিন আহমদ জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪১ সালে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় তৎকালীন সমগ্র আসাম প্রদেশে মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে বৃত্তি পান। সিলেট সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন ও ১৯৫১ সালে এমসি কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আইএসসি পাস করেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে অনার্সে ভর্তি হন। এ সময় তিনি ভাষা আন্দোলনে অংশ নেন।

১৯৫৫ সালে পদার্থবিজ্ঞানে এমএসসি ডিগ্রি লাভ করেন এবং পরের বছরই রাজশাহী কলেজের শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৫৮ সালে নবপ্রতিষ্ঠিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হন। ১৯৬৬ সালে যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটি থেকে 'এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফি' বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। 'হিউম্যান ইনসুলিন' তার মৌলিক আবিষ্কার। তিনি ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৫ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত তিনি এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা ডিন অব স্টাডিজ (একাডেমিক ভাইস চ্যান্সেলর) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

এ ছাড়া তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থবিদ্যা ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগের প্রধান, সিন্ডিকেট সদস্য, সিনেট সদস্যসহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটি অ্যাসোসিয়েশনের কাউন্সিল সদস্য, অ্যাসোসিয়েশন অব ইউনিভার্সিটিজ অব বাংলাদেশের চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন দায়িত্বও তিনি পালন করেন।

ড. ছদরুদ্দিন আহমদ নিজস্ব জায়গায় সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালনের পাশাপাশি ২০১০ সাল পর্যন্ত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৬ সাল থেকে তিনি বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) সিলেট শাখার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। এ ছাড়া তিনি বাংলাদেশ ফিজিক্যাল সোসাইটির ফেলো ও ১৯৯৪-৯৬ সালে সংগঠনটির সভাপতি, ওয়ার্ল্ড ইউনিয়ন অব ক্রিস্টালোগ্রাফির সদস্য ছিলেন।

ড. ছদরুদ্দিন আহমদের লেখা ব্যবহারিক পদার্থবিজ্ঞান বই ১৯৮১ সালে বিএসসি (অনার্স) শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া উৎস প্রকাশনী থেকে ২০১০ সালে 'আত্মকথা' নামে তার একটি বই প্রকাশিত হয়েছে।